আবহাওয়া ভিত্তিক কৃষি বিষয়ক বুলেটিন

জেলা: রাজশাহী

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্প
কম্পোনেন্ট সি-বিডব্লিউসিএসআরপি
কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর

তারিখ : ০৪ অক্টোবর, ২০২০ **বুলেটিন নং ১৮৬**	**০৪ অক্টোবর হতে ০৮ অক্টোবর, ২০২০ পর্যন্ত কৃষি আবহাওয়া বিষয়ক বুলেটিন**

গত ৪ দিনের আবহাওয়া পরিস্থিতি (৩০ সেপ্টেম্বর হতে ০৩ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত)

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	৩০ সেপ্টেম্বর	০১ অক্টোবর	০২ অক্টোবর	০৩ অক্টোবর	সীমা
বৃষ্টিপাত (মি.মি)	২.০	২৭.০	৪৩.০	৪.০	২.০-৪৩.০ (৭৬.০)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩৩.০	৩৩.৯	৩১.৬	৩৪.৮	৩১.৬-৩৪.৮
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৭.৫	২৬.৪	২৪.৮	২৫.৬	২৪.৮-২৭.৫
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৮৬.০-৯৭.০	৭০.০-১০০.০	৭৭.০-৯৭.০	৭৩.০-৯৮.০	৭০-১০০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৯	১.৯	১.৯	৩.৭	১.৮৫-৩.৭
মেঘের পরিমান (অষ্টা)	৫	৭	৭	৬	৫-৭
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত আগামী ৫ দিনের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

০৪ অক্টোবর হতে ০৮ অক্টোবর, ২০২০ তারিখ পর্যন্ত

আবহাওয়ার স্থিতিমাপ(প্যারামিটার)	সীমা
বৃষ্টিপাত (মিমি)	০.০-১৭.০ (৪৮.৫)
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	৩১.২-৩২.৮
সর্বনিম্ন তাপমাত্রা (ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড)	২৫.০-২৬.০
আপেক্ষিক আর্দ্রতা (শতকরা)	৭৫.০-৯৫.০
বাতাসের গতিবেগ (কিমি/ ঘন্টা)	১.৩-৩.১
মেঘের অবস্থা	আংশিক মেঘলা আকাশ
বাতাসের দিক	দক্ষিণ/দক্ষিণ-পূর্ব

কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা মেনে চলুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:
উত্তরপশ্চিম বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় অবস্থানরত লঘুচাপটি উড়িষ্যা উপকূলে অবস্থান করছে। মৌসুমী বায়ুর অক্ষ বিহার, লঘুচাপের কেন্দ্রস্থল এবং বাংলাদেশের মধ্যাঞ্চল হয়ে উত্তর-পূর্ব দিকে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমী বায়ু বাংলাদেশের উপর মোটামুটি সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরের অন্যত্র মাঝারী অবস্থায় বিরাজ করছে।
বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় জেলার কিছু কিছু জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারী ধরণের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। সেই সাথে কোথাও কোথাও মাঝারী ধরণের ভারী বর্ষণ হতে পারে। দিনের এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টির প্রবণতা অব্যাহত থাকতে পারে।
এই পরিস্থিতিতে নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হলো।

আউশ ধান:
শক্ত দানা থেকে সংগ্রহ পর্যায়-

- শক্ত দানা পর্যায়ে জমির পানির স্তর ২-৫ সে.মি. বজায় রাখুন।
- মাজরা পোকা, গল মাছি এবং সাদা ও বাদামী গাছ ফড়িং আক্রমণ করলে প্রতি হেক্টরে ৩৩ কেজি কার্বোফুরান ৩জি প্রয়োগ করুন। কাটুই পোকার আক্রমণ হলে ক্লোরোপাইরিফস বা ডাইক্লোরোভস প্রয়োগ করুন।
- মেঘাচ্ছন্ন আবহাওয়ায় পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিতে পারে। এটি ট্রাইকোগ্রামা ব্যবহার করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।
- খোল পোড়া রোগ থেকে বাঁচাতে আইল ঘাসমুক্ত পরিষ্কার রাখুন।
- আউশের পাতায় ব্লাস্ট ও দাগ রোগ নিয়ন্ত্রণ করতে ১ লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বেন্ডাজিম মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- গান্ধী পোকা ও বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। গান্ধী পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম কার্বারিল ৫০ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন। অতিরিক্ত সেচ প্রয়োগ থেকে বিরত থাকতে হবে যেন গোড়া পচে না যায়। ধান ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে সংগ্রহ করে দ্রুত নিরাপদ জায়গায় রাখুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন। বালাইনাশক প্রয়োগ করার সময় কৃষকদের মধ্যে যথাযথ দূরত্ব বজায় রাখতে হবে।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করে ফেলুন।
- ফসল ৮০% পরিপক্ক হয়ে গেলে রৌদ্রজ্জ্বল দিনে সংগ্রহ করুন।
- বিকেলে অথবা সকাল ১০.০০ টা থেকে ১১.০০ টার মধ্যে বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আমন ধান:
কুশি থেকে ফুল পর্যায়-

- সর্বোচ্চ কুশি পর্যায় পর্যন্ত জমির পানির স্তর ৫-৭ সে.মি. বজায় রাখুন।
- চারা রোপণের ৩০-৩৫ দিন পর দ্বিতীয়বার আগাছা নিধন করুন।
- চারা রোপণের ১৫-২০ দিন পর এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগ করুন। শেষ এক তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন কাইচ থোড় আসার ৫-৭ দিন আগে উপরিপ্রয়োগ করুন। নাইট্রোজেন সার উপরিপ্রয়োগের আগে আগাছানিধন করুন।

- হলুদ মাজরা পোকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ১০ কেজি হারে কার্বোফুরান স্প্রে করুন।
- খোল পোড়া রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হেক্সাকোনাজল অথবা ১ মিলি টেবুকোনাজল মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- ফলস স্মাট রোগ দেখা দিলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- ঢলে পড়া থেকে রক্ষার জন্য জমি থেকে পানি নিষ্কাশনের পর স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন এবং পটাশ সার প্রয়োগ করুন।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগ দেখা দিতে পারে। জমির পানি নিষ্কাশন করুন। রোগ নিয়ন্ত্রণে থিওভিট+পটাশ সার প্রয়োগ করুন। অতিরিক্ত ইউরিয়া প্রয়োগ থেকে বিরত থাকুন।
- পাতা মোড়ানো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২ মিলি ম্যালাথিয়ন অথবা ২ মিলি ক্লোরপাইরিফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

সবজি:

- শশায় অল্টারনারিয়া লীফ ব্লাইট রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৬ মিলি ট্রাইসাইক্লাজল ৭৫ ডব্লিউপি মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- আগাম শীতকালীন সবজিতে ছত্রাকজনিত ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করুন। প্রতি লিটার পানিতে ০.১ গ্রাম স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন মিশিয়ে গাছের গোড়ার চারপাশের মাটিতে প্রয়োগ করুন।
- বেগুনে ব্যাকটেরিয়াজনিত ঢলে পড়া রোগ দেখা দিলে আক্রান্ত গাছ তুলে ধ্বংস করে ফেলতে হবে। চারা রোপণের আগে শিকড় শোধন করে নিন। সেচের পানির সাথে একর প্রতি ৩ কেজি হারে ব্লিচিং পাউডার প্রয়োগ করা যেতে পারে।
- টমেটোর লেট ব্লাইট রোগ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম মেটালাক্সিল+ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বাধাকপি, ফুলকপিতে ডাউনি মিলডিউ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি কেজি বীজে ৩ গ্রাম থিরাম মিশিয়ে বীজ শোধন করে নিন। প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম মেটালাক্সিল+ম্যানকোজেব মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

উদ্যান ফসল:

- আম বাগানের আন্ত:পরিচর্যা করতে হবে।
- ডালিমের পাতা পোড়া বা লেবুর লিফ মাইনর প্রভৃতি রোগের জন্য উদ্যান ফসলে বালাই ব্যবস্থাপনা করতে হবে।
- পেঁপের ছাতরা পোকার আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।
- কলা গাছ লাগান।
- কলায় সিগাটোকা রোগের আক্রমণ দেখা দিলে আক্রান্ত পাতা কেটে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। লক্ষণ দেখা যাওয়ার সাথে সাথে ১% বর্দো মিক্সচার স্প্রে করুন। ১৫ দিন পর পর ৫-৬ বার স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

পান:

- ঝোড়ো হাওয়ায় যেন ভেঙে না যায় সেজন্য পানের বরজে শক্ত করে বেড়া দিন।
- নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন এবং বরজের ভেতরে মুক্ত বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা করুন।
- জমিতে কাটিং লাগানোর জন্য রোগমুক্ত কাটিং নির্বাচন করতে হবে এবং লাগানোর আগে ০.৫% বর্দো মিক্সচার ও ৫০০ পিপিএম স্ট্রেপ্টোসাইক্লিন দিয়ে আধ ঘণ্টা শোধন করে নিতে হবে। লাগানোর আগে মাটিতে ম্যানকোজেব ৭৫ ডব্লিউপি (প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ গ্রাম হারে) প্রয়োগ করতে হবে।
- কান্ড পচা বা গোড়া পচা রোগ দেখা দিলে রোগাক্রান্ত পান গাছ বা গাছের অংশ নির্দিষ্ট গর্তে ফেলুন অথবা পুড়িয়ে ফেলুন।

- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

আখ:

- প্রয়োজন অনুযায়ী আন্ত: পরিচর্যা করুন।
- নিষ্কাশন নালা পরিষ্কার রাখুন।
- আর্লি শুট বোরার এর আক্রমণ দেখা দিতে পারে। নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি লিটার পানিতে ২.৫ মিলি ক্লোরপাইরিফস অথবা ১.৬ মিলি মনোক্রোটোফস মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- রেড রট রোগ থেকে বাঁচার জন্য জমিতে পানি জমতে দেবেন না এবং আক্রান্ত আখ তুলে ফেলুন।
- টপ শুট বোরার নিয়ন্ত্রণের জন্য বালাই ব্যবস্থাপনা করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

তুলা:

- বীজ বপন সম্পন্ন করুন।
- আর্দ্র আবহাওয়ায় রোগবালাই এর আক্রমণ বেড়ে যেতে পারে। পোকার আক্রমণ পর্যবেক্ষণ করার জন্য ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- শোষক পোকা ও সাদা মাছির আক্রমণ বেশি হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন।
- পাতাখেকো পোকার আক্রমণ দেখা দিলে একর প্রতি ৪০ মিলি ইমিডাক্লোপ্রিড ২০০ এস এল ১২০-১৫০ লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করুন।
- বৃষ্টিপাতের পর বালাইনাশক প্রয়োগ করুন।

গবাদি পশু:

- গোয়াল ঘরের চারপাশে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখুন। গোয়াল ঘরে যেন পানি জমে থাকতে না পারে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- গবাদি পশুকে প্রখর রোদ থেকে রক্ষা করুন।
- গবাদি পশুকে কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- সুস্থ গবাদি পশুকে নিয়মিত টীকা প্রদান করুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- ছত্রাকজনিত রোগ থেকে রক্ষা পেতে খামার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।
- খামারে পর্যাপ্ত জায়গার ব্যবস্থা রাখুন।
- হাঁসমুরগীকে ভেজা খাবার খেতে দেবেন না।
- কৃমিনাশক প্রদান করুন।
- খোয়াড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করে তারপর হাঁসমুরগী রাখুন।
- চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী টীকা প্রদান করুন।
- শুকনো খাবার খেতে দিন এবং পরিষ্কার পানি পান করান।
- তাপমাত্রা বেড়ে গেলে খোয়াড়ে পানি স্প্রে করুন।

- উচ্চ তাপমাত্রা ও আর্দ্রতার কারণে গামবোরো রোগের আক্রমণ বাড়তে পারে। টীকা প্রয়োগসহ অন্যান্য সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।
- অতিবৃষ্টি ও প্রবল বাতাস থেকে রক্ষার জন্য হাঁসমুরগীর থাকার জায়গা পলিথিন শীট দিয়ে ঢেকে দিন।

মৎস্য:

- পুকুরের পানি পরিষ্কার করার জন্য চুন প্রয়োগ করুন।
- যথেষ্ট পানি আছে কাজেই পুকুরে নতুন পোনা ছাড়ুন।
- পুকুরে অক্সিজেনের অভাব দেখা দিতে পারে। যথাযথ ব্যবস্থা নিন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।